৪.২ **সুবিধাভোগী নির্বাচনের শর্তাবলি**

ক্রমিক	শিক্ষার্থীর বিবরণ	সুবিধাভোগী নির্বাচনের শর্তাবলি
১	নতুন ভর্তি (প্রাক- প্রাথমিক)	ন্যূনতম বয়স ০৫ (পাঁচ) বছর
২	নতুন ভর্তি (২য় শ্রেণি - ৮ম শ্রেণি)	বার্ষিক পরীক্ষায় সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ উল্লেখপূর্বক ছাড়পত্র
৩	বিদ্যমান শিক্ষার্থী (২য় শ্রেণি - ৮ম শ্রেণি)	বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে ৩৩% নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

৪.৩ প্রধান শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতে ৪.১ এবং ৪.২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তানুযায়ী নির্ধারিত ছকে ৩০ মার্চের মধ্যে সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর ০২ (দুই) সেট তালিকা (রেজিস্টার আকারে) প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট যাচাই করার জন্য প্রেরণ করবেন। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার বর্ণিত তালিকা যাচাই করে তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট উপস্থাপন করবেন।

৪.৪ বছরের শুরুতে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ও সুবিধাভোগী পরিবার (এক/দুই/তিন/চার সন্তান বিশিষ্ট) চিহ্নিত করতে হবে। প্রতি বছর ৩০ মার্চের পর সুবিধাভোগীর তালিকায় কোনো ধরনের সংযোজন ও বিয়োজনের প্রয়োজন দেখা দিলে ম্যানেজিং কমিটির সভার মাধ্যমে সংশোধিত তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। উক্ত তালিকা সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার যাচাই করবেন এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার তা অনুমোদন করে ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে প্রকল্প দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

৪.৫ এ পরিপত্রের ৫.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো শিক্ষার্থী নির্ধারিত নম্বর না পেলে, ধারাবাহিকভাবে তিন মাস বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে অথবা পরিপত্রে বর্ণিত অন্য কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে সে-সকল শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রদান স্থগিত থাকবে। শর্ত ভঙ্গকারী শিক্ষার্থী পরবর্তীতে শর্ত পূরণ করলে উপবৃত্তি প্রাপ্য হবে।

৫। উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তাবলি

৫.১ সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীকে (প্রাক প্রাথমিক ও নতুন ভর্তিকৃত ১ম শ্রেণি ব্যতীত) বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ৩৩% নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে উপবৃত্তি পাবার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না। কোনো পুনরাবৃত্ত শিক্ষার্থীকে (**Repeater**) উপবৃত্তি প্রদান করা যাবে না।

৫.২ শিক্ষার্থীকে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত প্রতিমাসে ন্যূনতম গড়ে ৮৫% পাঠদিবস উপস্থিত থাকতে হবে (যুক্তিসংগত কারণ প্রধান শিক্ষক নির্ধারণ করবেন)। পাহাড়ি এলাকার শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে উপস্থিতি ন্যূনতম গড়ে ৭৫% হতে হবে। তবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে উপস্থিতি-সংক্রান্ত বর্ণিত শর্তাবলি শিথিলযোগ্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশের কোনো এলাকায় শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসা সম্ভব না হলে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের অনুমোদনক্রমে উক্ত এলাকার শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হলেও উপবৃত্তি প্রদান করা যাবে।

৫.৩ প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাবর্ষের নির্ধারিত পরীক্ষাসমূহ সুষ্ঠুভাবে ও যথাসময়ে অনুষ্ঠানের এবং উত্তরপত্র সঠিকভাবে মূল্যায়নসহ ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে উপবৃত্তি প্রকল্পের আনুষঙ্গিক বরাদ্দ স্থগিতকরণসহ প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, উপবৃত্তি প্রাপ্তির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে বার্ষিক পরীক্ষার উত্তরপত্র কমপক্ষে এক বছর সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৪ যে-সকল শিক্ষার্থী যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত শিক্ষাবর্ষের নির্ধারিত পরীক্ষা/পরীক্ষাসমূহে অংশগ্রহণ করবে না তাদের পরবর্তী পরীক্ষা পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান স্থগিত থাকবে।

৫.৫ পরিদর্শনকালে স্বাভাবিক আবহাওয়ার দিনে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ৬০% এর কম পাওয়া গেলে উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপবৃত্তি প্রদান সাময়িকভাবে স্থগিত করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপবৃত্তি স্থগিত বা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত স্থানীয়ভাবে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ উপবৃত্তি স্থগিতকরণ এবং প্রত্যাহারের ক্ষমতা এককভাবে প্রকল্প দপ্তর সংরক্ষণ করে।

৫.৬ কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর গড় উপস্থিতি কাঙ্ক্ষিত হারের চেয়ে কম হওয়ার কারণে উপবৃত্তি প্রদান সাময়িকভাবে স্থগিত হলে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, এসএমসি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহায়তায় শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উপস্থিতির হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উপনীত হলে তিনি উক্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের জন্য দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।